বাপেক্সের নিয়োগ দুর্নীতি

আহসান কবীর ও খোন্দকার তানভীর জামিল

জাতীয় সম্পদ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান-উত্তোলনের দায়িত্ব একমাত্র দেশীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেডের (বাপেক্স) বদলে অপরিকল্পিতভাবে বিদেশী কোম্পানিগুলোর হাতে তুলে দেয়ার পর এবার বাপেক্সকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, গত সেপ্টেম্বরে ১৪২টি কর্মকর্তা পদে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতি এবং নজিরবিহীন স্বজনপ্রীতি করে প্রার্থীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এবং এর রেশ কাটতে না কাটতেই বাপেক্সের (কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-২০০২) মোতাবেক পদোন্নতির বিধান লঙ্ঘন করে ২৫০টি কারিগরি পদে সরাসরি লোক নিয়োগের প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। অদক্ষ-অযোগ্য লোক নিয়োগ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এর ফলে বাপেক্স একটি অথর্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, এই আত্মঘাতী কর্মকান্ড বাস্তবায়নে জড়িত রয়েছে বাপেক্সের তিন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

এ দেশে প্রথম তেল-গ্যাস অনুসন্ধান শুরু হয় পাকিস্তান আমলে। সে সময় ১৯৬২ সালে গঠিত হয় অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ওজিডিসি)। এর হেড অফিস ছিল করাচিতে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে পুনর্গঠিত হয় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান পরিদপ্তর। ১৯৮২ সালে এই পরিদপ্তর ও বাংলাদেশ মিনারেল এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন মিলে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন বা পেট্রোবাংলা। পরবর্তীকালে কেবল তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য পেট্রোবাংলার অধীনে ১৯৮৯ সালের ১ জুলাই গঠিত হয় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)। সর্বশেষ গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আরেক দফা পুনর্গঠিত হয় বাপেক্স। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেডের (বাপেক্স) ওপর তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। পেট্রোবাংলার অনুমোদনক্রমে ১৯৮৯ সালে ১৬৪২ জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে (Organogram) বাপেক্স গঠিত হয়েছিল। আর তা পূরণের জন্য তখন প্রায় ১৫০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রেষণে বাপেক্সে বদলি করা হয়, পেট্রোবাংলা থেকে। এরপর ১৯৯০, ১৯৯৭ এবং ২০০১ সালে তিন দফায় তিন শতাধিক লোক এই কোম্পানিতে সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয়। উল্লেখ্য, বাপেক্সের সাংগঠনিক কাঠামো সুবিন্যস্ত করতে গঠিত একটি কমিটির রিপোর্ট এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়েছে বলে কমিটির একজন সদস্য ২০০০কে জানিয়েছেন।

বাপেক্সে চতুর্থ দফায় লোক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয় চলতি বছরের গোড়ার দিকে। গত ৭ মার্চ দৈনিক দিনকাল ৮, ৯ ও ১০ মার্চ দি ডেইলি স্টার এবং শেষোক্ত দু'দিন দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে ১৫টি ভিন্ন ভিন্ন (কর্মকর্তা) পদে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। তবে কোন পদে কত জন নিয়োগ দেয়া হবে বিজ্ঞপ্তিতে তা উল্লেখ করা হয়নি।

বাপেক্সের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীদের ১০০ টাকা মূল্যের (অফেরতযোগ্য) পোস্টাল অর্ডারসহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২০ দিনের মধ্যে 'বিজ্ঞাপনদাতা' জিপিও বক্স নং-২০৯২, ঢাকা-১০০০ বরাবরে আবেদনপত্র পাঠাতে বলা হয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রায় ৬ হাজার চাকরিপ্রার্থী দরখাস্ত করে। কিন্তু দুর্নীতিবাজ চক্রটি কৌশলে প্রায় ৫ হাজার আবেদনপত্র গায়েব করে দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রসঙ্গত, বছরান্তে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনঃনবায়ন ফি জমা দিয়ে ডাকবাক্স ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু বাপেক্স তা না করেই জিপিও বক্স নং-২০৯২ বরাবর আবেদনপত্র পাঠাতে বলে। ফলে প্রায় ৫ হাজার দরখাস্ত ও তাদের পাঠানো ৫ লাখ টাকার পোস্টাল অর্ডার গায়েব হলেও জিপিও কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা যায় না। পুনঃনবায়ন ছাড়াই ডাকবাক্স ব্যবহারের সময় কোনো কিছু খোয়া গেলে তার দায়দায়িত্ব আইনত জিপিও'র নয়। এদিকে আবেদনপত্র ও পোস্টাল অর্ডার গায়েব হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়লে বাপেক্সের সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পুনঃদরখাস্ত গ্রহণের দাবি জানান। কেননা তাদের অনেকেরই ছেলেমেয়ে চাকরির জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু বাপেক্স কর্তৃপক্ষ তা উপেক্ষা করে। এমনকি পোস্টাল অর্ডার

বাপেক্সের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীদের ১০০ টাকা মূল্যের (অফেরতযোগ্য) পোস্টাল অর্ডারসহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২০ দিনের মধ্যে 'বিজ্ঞাপনদাতা' জিপিও বক্স নং-২০৯২, ঢাকা-১০০০ বরাবরে আবেদনপত্র পাঠাতে বলা হয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রায় ৬ হাজার চাকরিপ্রার্থী দরখাস্ত করে। কিন্তু দুর্নীতিবাজ চক্রটি কৌশলে প্রায় ৫ হাজার আবেদনপত্র গায়েব করে দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে

গায়েব হওয়া সম্পর্কে থানায় কোনো সাধারণ ডায়েরিও করা হয়নি। এরপর হাজারখানেক চাকরি প্রার্থীকে ইন্টারভিউ কার্ড পাঠানো হয় এবং গত ২১ সেপ্টেম্বর ইন্টারভিউ নিয়ে তড়িঘড়ি করে ১৪২ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। উল্লেখ্য, লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৬ জুলাই।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দরখাস্ত গ্রহণের সর্বশেষ তারিখ, অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র, অগ্রিম কপি সংক্রান্ত শর্তাবলী লঙ্ঘন করে বাপেক্সে ১৪২ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছে, এর মধ্যে ১৩৭ জন ইতিমধ্যে যোগদানও করেছেন। এদিকে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে।

বাপেক্সের আবেদনপত্র বাছাই ও নিয়োগ কমিটির সদস্য সচিব ছিলেন মোঃ শওকত উসমান, (ব্যবস্থাপক) প্রশাসন উপ-বিভাগ। তার নিকটাত্মীয় মোঃ আসাদ উল্লাহ, উপ-ব্যবস্থাপক (সাধারণ) পদে চাকরির জন্য আবেদন করেন। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ১৫ (ঞ) অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা আছে, শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো তৃতীয় বিভাগ ছাড়া অন্যূন একটি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী থাকতে হবে। কিন্তু মোঃ আসাদ উল্লাহ প্রদত্ত জীবনবৃত্তান্তে দেখা যায়, তিনি ১৯৮৭ সালে স্নাতক (বিজ্ঞান) পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ পেয়েছেন। আর শওকত উসমানের নিকটাত্মীয় হওয়ার সুবাদে তিনি বাপেক্সে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে উপ-ব্যবস্থাপক (সাধারণ) পদে নিয়োগ পেয়েছেন এবং গত মাসে রাতারাতি তাকে পদোন্নতি দিয়ে ব্যবস্থাপকের (সেবা) দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

বাপেক্সের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সহকারী ব্যবস্থাপক পদের সংখ্যা ১৪৬টি। এর মধ্যে মাত্র ১৩টি পদ খালি ছিল। কিন্তু নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৬৭ জনকে। অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত ৫৪ জন অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আর এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। সহকারী ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত মোঃ আশিক হোসেন তার আবেদনপত্রে পিতা ও স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করেননি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত কোনো কাগজপত্রও তিনি দেননি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ১৫ (ঝ) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তার দরখাস্ত বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও মোঃ আশিক হোসেন বাপেক্সে ঠিকই নিয়োগ পেয়েছেন। এদিকে মোঃ আলমগীর কবির ভূ-তত্ত্বে, অনার্স পরীক্ষার ফলাফল অপেক্ষমান থাকা সত্ত্বেও সহকারী ব্যবস্থাপক পদে আবেদন করেছেন এবং খুঁটির জোরে চাকরিও বাগিয়ে নিয়েছেন। উল্লেখ্য, এই পদে শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছিল ভূ-তত্ত্ব বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতকোত্তরসহ সম্মানে দ্বিতীয় শ্রেণী।

বাপেক্সের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সহকারী ব্যবস্থাপক পদের সংখ্যা ১৪৬টি। এর মধ্যে মাত্র ১৩টি পদ খালি ছিল। কিন্তু নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৬৭ জনকে। অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত ৫৪ জন অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আর এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ১৫ (ঝ) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তার দরখাস্ত বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও মোঃ আশিক হোসেন বাপেক্সে ঠিকই নিয়োগ পেয়েছেন

সহকারী ব্যবস্থাপক (ভূ-তত্ত্ব) পদের চাকরিপ্রার্থী আবদুল্লাহ-আল-মামুন তার দরখাস্তে ৯ মার্চ ২০০৪ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বিজ্ঞাপন প্রকাশের ২০ দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে। কিন্তু তার আবেদনপত্র ১২ এপ্রিল ২০০৪ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এতে মোঃ নুরুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও ইনচার্জ প্রশাসনের স্বাক্ষর করে গ্রহণও করেছেন। একইভাবে নির্ধারিত সময়ের পরে মোঃ আশিক হোসেন, মোঃ আলমগীর কবির, মোঃ শাহজাহান হোসেন, মোঃ মোজাম্মেল হক, কাজী রফিকুল আলম, মোঃ মাহাবুল্লাহ, মোঃ আনিসুর রহমান, মোঃ আবুল কাশেম, মোঃ রকিবুল হাসানসহ আরো অনেকেই নির্ধারিত সময়ের ২০ দিন পর ১২ এপ্রিল ২০০৪ ও ১৯ মে ২০০৪ তারিখে আবেদন করেছেন এবং বিজ্ঞপ্তির ১৫ (ঝ) উপ-অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে কেবল দরখাস্ত গ্রহণই করা হয়নি, এদের প্রত্যেকে চাকরিও পেয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে উপ-ব্যবস্থাপক পদে আবেদনের শর্ত হিসেবে ৫ বছর প্রথম শ্রেণীতে কাজ করার কথা বলা হলেও মাত্র তিন বছর সহ-ব্যবস্থাপক পদে কাজ করে চাকরি পেয়েছেন এস এম তরিকুল ইসলাম। তাছাড়া তিনি ১৫ (খ) উপ-অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে অগ্রিম আবেদনপত্র করেছিলেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু বাপেক্স কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ করেছে এবং তাকেও চাকরিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।'

এদিকে বাপেক্সের নিয়োগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির প্রতিবাদ করায় কর্তৃপক্ষের আক্রোশের শিকার হয়েছেন মোঃ আতিউর রহমান (ফোরম্যান) ও মোঃ সুজাত আলী (অফিস সহকারী)। উল্লেখ্য, এ দু'জন যথাক্রমে বাপেক্স কর্মচারী শ্রমিক লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে গত ২৮ নবেম্বর সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। অপকর্মের সহায়তা না করায় আলী আহম্মদকে সংস্থাপন, উপ-মহাব্যবস্থাপক ইনচার্জের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে প্রশাসন শাখায় বদলি করা হয়েছে। আর শওকত উসমানকে ব্যবস্থাপক প্রশাসন থেকে সংস্থাপন উপ-বিভাগের ইনচার্জের দায়িত্ব দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে গত ২২ নবেম্বর।

বাপেক্সের এমডি এম এ বাসেত বর্তমানে দেশের বাইরে থাকায় দুর্নীতি সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম জামাল উদ্দিন কোনো মন্তব্য করতে চাননি। আর উপ-মহাব্যবস্থাপক প্রশাসন ও ইনচার্জ প্রশাসন মোঃ নূরুল ইসলাম অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, বাপেক্সে নিয়োগে বিন্দুমাত্র দুর্নীতি হয়নি। কিন্তু ডিগ্রিতে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত মোঃ আসাদ উল্লাহকে কিভাবে চাকরি দেয়া হয়েছে, এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি। তবে তিনি অভিযোগকারীর নাম জানতে চেয়ে বলেন, 'আমি ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। কারণ ওরা আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাচ্ছে।' কিন্তু বাপেক্সের নিয়োগে কোনো দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি না হয়ে থাকলে, অভিযোগকারীরা কিভাবে তাকে ব্ল্যাকমেইল করবে? যথারীতি এ প্রশ্নের উত্তর দিতেও ব্যর্থ হয়েছেন বাপেক্সের উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রশাসন ইনচার্জ মোঃ নূরুল ইসলাম।